নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অন্যের উপর নির্ভর করে না। তবুও অন্যের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও সংবেদনশীলতার বিষয় উপেক্ষা করা চলে না। কারণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্র প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

কোন রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করা হয়? সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলতে সেইসব ব্যক্তিদের বোঝায়, যাদের উপর নির্দিষ্ট ধরণের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণের সরকারী বা আইনগত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। যাঁরা বাস্তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ করেন বা অংশীদারী রূপে কাজ করেন, যাঁরা ভিন্ন সিদ্ধান্ত-গ্রহণে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের তথ্য প্রদান করেন, কোন সিদ্ধান্ত বা বিকল্প বিবেচনা করা হবে, এই বিষয়ে যারা সিদ্ধান্ত নেন, যাঁরা শক্তিশালী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক এটিলের অন্তর্ভুক্ত তারা ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলতে কি বোঝায়, তা আংশিকভাবে নির্ভর করে সমস্যা সম্পর্কে গবেষকের নিজস্ব চিন্তাধারার উপর। সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পরিস্থিতির উপর সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীর সনাক্তকরণ আংশিকভাবে নির্ভরশীল।

আচার-আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ-ধারার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ধারা রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনার মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখে না। অন্যান্য বিষয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণও করে।

কিন্তু সিদ্ধান্ত-গ্রহণ সম্পর্কিত তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা হল, বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের ভূমিকা অগ্রগণ্য হতে পারে না। এর কারণ হল বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক নীতি-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে অতীতে কোন্ কোন্ দেশ কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সেই ক্ষেত্রেই দৃষ্টিকে মূলত আবদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে বলা যায়, অতীতের সিদ্ধান্ত সমূহ পর্যালোচনা করে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, তার ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে একটি ধারণা-কাঠামো (conceptual framework) গড়ে তোলা যায়। এই বিশ্লেষণ-ধারাকে বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রয়োগ করা যায়, সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যোসেফ ফ্রাঙ্কেল এই বিশ্লেষণ-ধারা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, সিদ্ধান্ত-গ্রহণ এত জটিল প্রক্রিয়া যে, এর মাধ্যমে উপমানের সংখ্যায়ন ও শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু গত এক দশক ধরে এই বিশ্লেষণধারা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এর সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত-গ্রহণ সম্পর্কিত তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণ নির্ধারণকারী ব্যক্তিদের ভূমিকা জটিল উপাদানের মাধ্যমে বিশ্লেষণের চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সরকারী স্তরে একটি পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়ারূপে উল্লেখ করা যায়। কোন্ পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী বহু বিকল্পের মধ্যথেকে একটি বিকল্পকে বাছাই করেন, তার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনুধাবন করা সম্ভব। সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তত্ত্ব সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীর বিবেচনার সঙ্গে জড়িত সকল উপাদান ও পরিবর্তনীয়ের আলোচনা করে। সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী রাষ্ট্রের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই তত্ত্ব সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের আচার-আচরণ ও লক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। ঐ রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত ও কাজকে তাঁরা সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের কাজের সমগোত্রীয় হিসাবে গণ্য করেন।

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দু-ধরণের সিদ্ধান্ত-গ্রহণের তত্ত্বের বিন্যাস সাধিত করা হয়েছে। একদিকে বিরোধীদের দ্বারা সৃষ্ট সংকটকালীন অবস্থায় সিদ্ধান্ত-গ্রহণ, অন্যদিকে তত্ত্ব গঠনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে আবদ্ধ থাকার অবস্থা। দ্বিতীয় পর্যায়ে তত্ত্বগুলো

সিদ্ধান্ত-গ্রহণমূলক তত্ত্ব (Decision-making theory)

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত-গ্রহণমূলক তত্ত্বের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আর, সি. স্নিডার, ব্রুক এবং স্যাপিন এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত 'Decision Making as an Approach to the Study of International Politics' গ্রন্থে তারা এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে গোরে, ডাইসন, সিডনী ভের্বা এবং অনেকে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ও উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে একটি পদ্ধতিকে বোঝায়। এই পদ্ধতি কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের মাধ্যমে কোন ভূমিকা পালনকারীর লক্ষ্যকে সর্বাধিক পরিমাণে পূরণ করার চেষ্টা করে। এই পর্যায় সমূহ হল সমস্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ, তথ্যের জন্য অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা, বিভিন্ন বিকল্পের সন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং ভূমিকা পালনকারীর অগ্রাধিকার অনুযায়ী একটি বিকল্প স্থির করা। বহু সময়েই বিভিন্ন বিকল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রতিটি বিকল্পের উপযোগিতা ও ফলাফল বিশেষভাবে বিবেচনা ও অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে কোন বিকল্প নির্ধারণ করা বা তার সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্তে

উপাদানকে সংযুক্ত করা হয়। তবে বৈদেশিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনকারী গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

সিডনী, ব্রুক এবং সাপিন বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবেকী দৃষ্টিকোণকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা আচরণবাদী বিশ্লেষণ দ্বারা প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দৃষ্টি-আকর্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, তারা রাষ্ট্রের পক্ষে দায়িত্ব পালন করেন। এই লেখকেরা বাস্তব অবস্থার তুলনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ধারণার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের বিশ্বাস ও ভূমিকা, আমলাতান্ত্রিক নীতী, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ ইত্যাদি বিষয় ও বিবেচনা করেছেন,

আবার বহু সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশ্লেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। পেজ ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়াকে সমর্থনের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সিদ্ধান্তের বিষয় 'The Korean Decision' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

সিদ্ধান্ত-গ্রহণ সম্পর্কিত বিশ্লেষণদ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ সংযোজন করেছে। রাষ্ট্রীয়